গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল

বিরল, দিনাজপুর

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, বোদা, পঞ্চগড় এর ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করনীয় বিষয়ে ১ম অবহিতকরন সভার কার্যবিবরনী

সভাপতি ঃ ডাঃ মোঃ শফিউল ইসলাম

সভার তারিখ ঃ

সভার স্থান ঃ প্রশিক্ষন কক্ষ, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ভেটেরিনাারি হাসপাতাল, বিরল, দিনাজপুর

সময় ঃ দুপুর ২.০০ ঘটিকা

সভার প্রারম্ভে অংশগ্রহনকৃত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন।বিগত সময়ের সব হিসাব নিকাশ বাতিল করে আমাদের দরজায় এখন যে, শিল্প বিপ্লবটি কড়া নাড়ছে, সেটি হচ্ছে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, যার গতি কল্পনার চেয়েও বেশি। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবটির ভিত্তি হচ্ছে জ্ঞান এবং কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক কম্পিউটিং প্রযুক্তি। রোবটিক্স, আইওটি, ন্যানো প্রযুক্তি, ডেটা সায়েন্স ইত্যাদি প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে নিয়ে যাচ্ছে অনন্য উচ্চতায়। ইন্টারননেট প্রযুক্তি, কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা আর মেশিন লার্নিংয়ের কল্যানে এখন যে বিপ্লব শুরু হয়েছে তাকেই বলে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব।

অত:পর চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সভায় উপস্থিত বিভিন্ন সদস্য, অংশীজন নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেন।

১। সব শ্রেণি ও পেশার মানুষের মধ্যে চতুর্থ শিল্পবিপ্লববিষয়ক ধারণা প্রদান এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সর্ম্পকিত অগ্রসরমান প্রযুক্তি সর্ম্পকে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার করতে হবে।

২। এক গবেষণা অনুযায়ী আগামী দুই দশকের মধ্যে মানবজাতির ৪৭ শতাংশ কাজ স্বয়ংক্রিয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে হবে।২০৩০ সাল বছরটি আমাদের সর্বোচ্চ কর্মক্ষম মানুষের দেশ (১৫ থেকে ৬৪ বছর) হওয়ার বছর। এ সুযোগকে আমরা বলি "গোল্ডেন অপরচুনিটি ফর বাংলাদেশ।৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এ গোল্ডেন অপরচুনিটিকে কাজে লাগানোর জন্য এখনই দেশের চাহিদা ও প্রযুক্তিভিত্তিক মানব সম্পদ গড়ে তুলতে হবে।

৩। সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কর্মকর্তা/কর্মচাচারীদের ক্লাউড সার্ভার,ইন্টারনেট অব থিংস এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমাত্তাবিষয়ক প্রশিক্ষণ এর আওতায় আনতে হবে।

৪।সকল দপ্তর/সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের উপযোগী দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য একটি প্রকল্প পাইলটিং আকারে বাস্তবায়ন করতে হবে। পরবর্তীকালে পাইলট প্রকল্পের কার্যকারিতা বিবেচনায় তা সম্প্রসারিত আকারে বাস্তবায়ন করা এবং সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহন করা।

৫। প্রয়োজন,চতুর্থ শিপ্লবিপ্লবের নেতিবাচক দিক মোকাবেলা করে সুযোগ কাজে লাগানোর নিমিত্ত প্রাণিসম্পদ সেক্টরে উদ্ভাবনমূলক কর্মপদ্ধতি ডিজাইন এবং চালু করতে হবে।সরকারী-বেসরকারী কোম্পানী,নাগরিক সমাজ,যুবসমাজ,উদ্যোক্তা,রাজনীতিবিদ,নবিন-উদ্যোগ,এবং সমাজের সব স্তরের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

৬। কেবল পরিকল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি আমাদেও প্রাণিসম্পদ খামারিদের যথাযথভাবে প্রস্তুত করতে হবে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট,আইওটি প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে খামার ব্যবস্থাপনা,পন্য সরবরাহ,প্রাণিচিকিৎসা ক্ষেত্রে চতুর্থ বিপ্লবের সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য আরও গভীরভাবে ভাবতে হবে।

সভার গঠনমূলক মতামত প্রদান করার জন্য সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন ।

২৮/২/২২

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা

উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হসিপাতাল

বিরল, দিনাজপুর

স্মরক নং

অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরন করা হলো ;

১। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, দিনাজপুর

২। অফিস কপি।

CamScanner